ঝরা পালক

জীবনানন্দ দাশ

ঝরা পালক - কাব্যগ্রন্থ । ১৯২৮ সালে প্রকাশিত।

- আমি কবি-সেই কবি
- নীলিমা
- নাবিক
- বনের চাতক-মনের চাতক
- বেদিয়া
- অস্তচাঁদে
- স্মৃতি

আমি কবি - সেই কবি

আমি কবি-সেই কবি-

আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!

আন্‌মনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে!

মৌন নীলের ইশারায় কোন্‌ কামনা জাগিছে প্রাণে!

বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্‌ কাজরীর গানে!

দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি!

স্বপন-সুরার ঘোরে

আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা ক'রে!

জন্ম ভরিয়া সে কোন্‌ হেঁয়ালি হল না আমার সাধা-

পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়, পথে পথে ধায় ধাঁধা!

-নিমেষে পাসরি এই বসুধার নিয়তি-মানার বাধা

সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভ'রে!

ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি

শিশুর মতন, শিরীষের বুকে নীরবে পড়ি গো নুমি!

ঝাউয়ের কাননে মিঠা মাঠে মাঠে মটর-ক্ষেতের শেষে

তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে!

-ভাটিয়াল সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে,-

বালুর ফরাশে ঢালু নদীটির জলে ধোঁয়া ওঠে ধূমি!

বিজন তারার সাঁঝে

আমার প্রিয়ের গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে!

প'ড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখির নষ্ট নীড়!

হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভিড়!

কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ গোধূলিলোকের তীর

কাজের বেলায় ডাকিছে আমারে, ডাকে অকাজের মাঝে!

নীলিমা

রৌদ্র ঝিল্‌মিল,

উষার আকাশ, মধ্য নিশীথের নীল,

অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে বারে

নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে!

-উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,

উগ্র চুল্লিবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,

আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,

মরীচিকা-ঢাকা!

অগণন যাত্রিকের প্রাণ

খুঁজে মরে অনিবার, পায় নাকো পথের সন্ধান;

চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল-

হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধিবিধানের এই কারাতল

তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী।

জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি

কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি

বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!

স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা

মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!

চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির-লিপিকা

জ্বলে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!

বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,

ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,

লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,

এই ধূলি-ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার

ডুবে যায় নীলিমায়-স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,

-শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে , শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে;

ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,

তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

নাবিক

কবে তব হৃদয়ের নদী

বরি নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি!

সাগর-শকুন্ত-সম উল্লাসের রবে

দূর সিন্ধু-ঝটিকার নভে

বাজিয়া উঠিল তব দুরন্ত যৌবন!

পৃথ্বীর বেলায় বসি কেঁদে মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন!

কারাগার-মর্মরের তলে

নিরাশ্রয় বন্দিদের খেদ-কোলাহলে

ভ'রে যায় বসুধার আহত আকাশ!

অবনত শিরে মোরা ফিরিতেছি ঘৃণ্য বিধিবিধানের দাস!

-সহস্রের অঙুলিতর্জন

নিত্য সহিতেছি মোরা-বারিধির বিপ্লব-গর্জন

বরিয়া লয়েছ তুমি, তারে তুমি বাসিয়াছ ভালো;

তোমার পক্ষরতলে টগ্‌বগ্‌ করে খুন-দুরন্ত, ঝাঁঝালো!-

তাই তুমি পদাঘাতে ভেঙে গেলে অচেতন বসুধার দ্বার,

অবগুন্ঠিতার

হিমকৃষ্ণ অঙুলির কঙ্কাল-পরশ

পরিহরি গেলে তুমি-মৃত্তিকার মদ্যহীন রস

তুহিন নির্বিষ নিঃস্ব পানপাত্রখানা

চকিতে চূর্ণিয়া গেলে-সীমাহারা আকাশের নীল শামিয়ানা

বাড়ব-আরক্ত স্ফীত বারিধির তট,

তরঙ্গের তুঙ্গ গিরি, দুর্গম সঙ্কট

তোমারে ডাকিয়া নিল মায়াবীর রাঙা মুখ তুলি!

নিমেষে ফেলিয়া গেলে ধরণীর শূন্য ভিক্ষাঝুলি!

প্রিয়ার পাণ্ডুর আঁখি অশ্রু-কুহেলিকা-মাখা গেলে তুমি ভুলি!

ভুলে গেলে ভীরু হৃদয়ের ভিক্ষা, আতুরের লজ্জা অবসাদ,-

অগাধের সাধ

তোমারে সাজায়ে দেছে ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা সিন্দবাদ!

মণিময় তোরণের তীরে

মৃত্তিকায় প্রমোদ-মন্দিরে

নৃত্য-গীত-হাসি-অশ্রু-উ ফাঁদে

হে দুরন্ত দুর্নিবার-প্রাণ তব কাঁদে!

ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর বেষ্টন,

সমুদ্রের যৌবন-গর্জন

তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর শের!

টাইফুন্-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের

হে জলধি পাখি!

পে তব নাচিতেছে ল্যহারা দামিনী-বৈশাখী!

ললাটে জ্বলিছে তব উদয়াস্ত আকাশের রতœচূড় ময়ূখের টিপ,

কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ

করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে!

বিচিত্র বিহঙ্গ কোন্ মণিময় তোরণের দ্বারে

সহর্ষ নয়ন মেলি হেরিয়াছ কবে!

কোথা দূরে মায়াবনে পরীদল মেতেছে উ -

স্তম্ভিত নয়নে

নীল বাতায়নে

তাকায়েছ তুমি!

অতি দূর আকাশের সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত সমুদ্রের

আচম্বিত ইন্দ্রজাল চুমি

সাজিয়াছ বিচিত্র মায়াবী!

সৃজনের জাদুঘর-রহস্যের চাবি

আনিয়াছ কবে উন্মোচিয়া

হে জল-বেদিয়া!

অল্য বন্দর পানে ছুটিতেছ তুমি নিশিদিন

সিন্ধু বেদুঈন!

নাহি গৃহ, নাহি পান্থশালা-

লক্ষ লক্ষ ঊর্মি-নাগবালা

তোমারে নিতেছে ডেকে রহস্যপাতালে-

বারুণী যেথায় তার মণিদীপ জ্বালে!

প্রবাল-পালঙ্ক-পাশে মীননারী ঢুলায় চামর!

সেই দুরাশার মোহে ভুলে গেছ পিছুডাকা স্বর

ভুলেছ নোঙর!

কোন্ দূর কুহকের কূল

লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়-মাস্তুল

কে বা তাহা জানে!

অচিন আকাশ তারে কোন্ কথা কয় কানে কানে!

বনের চাতক-মনের চাতক

বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের কিনারায়-

মনের চাতক হারিয়ে গেল দূরের দুরাশায়!

ফুঁপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার ক্ষোভে-

সে কোন্ বোঁটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে

বনের চাতক-মনের চাতক কাঁদছে অবেলায়!

পুবের হাওয়ায় হাপর জ্বলে, আগুনদানা ফাটে!

কোন্ ডাকিনীর বুকের চিতায় পচিম আকাশ টাটে!

বাদল-বৌয়ের চুমার মৌয়ের সোয়াদ চেয়ে চেয়ে

বনের চাতক-মনের চাতক চলছে আকাশ বেয়ে,

ঘাটের ভরা কলসি ও-কার কাঁদছে মাঠে মাঠে!

ওরে চাতক, বনের চাতক, আয় রে নেমে ধীরে

নিঝুম ছায়া-বৌরা যেথা ঘুমায় দীঘি ঘিরে,

"দে জল!" ব'লে ফোঁপাস কেন? মাটির কোলে জল

খবর-খোঁজা সোজা চোখের সোহাগে ছল্‌ছল্ !

মজিস নে রে আকাশ-মরুর মরীচিকার তীরে!

মনের চাতক, হতাশ উদাস পাখায় দিয়ে পাড়ি

কোথায় গেলি ঘরের কোণের কানাকানি ছাড়ি?

ননীর কলস আছে রে তার কাঁচা বুকের কাছে,

আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে!

আয় রে ফিরে দানোয়-পাওয়া, আয় রে তাড়াতাড়ি।

বনের চাতক, মনের চাতক আসে না আর ফিরে,

কপোত-ব্যথা বাজায় মেঘের শকুনপাখা ঘিরে!

সে কোন্ ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে!

চিনিমাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠোঁটের মাঝে

লুকিয়ে আছে সে-কোন্ মধু মৌমাছিদের ভিড়ে!

বেদিয়া

চুলিচালা সব ফেলেছে সে ভেঙে, পিঞ্জরহারা পাখি!

পিছুডাকে কভু আসে না ফিরিয়া, কে তারে আনিবে ডাকি?

উদাস উধাও হাওয়ার মতন চকিতে যায় সে উড়ে,

গলাটি তাহার সেধেছে অবাধ নদী-ঝর্ণার সুরে;

নয় সে বান্দা রংমহলের, মোতিমহলের বাঁদী,

ঝোড়ো হাওয়া সে যে, গৃহপ্রাঙ্গণে কে তারে রাখিবে বাঁধি!

কোন্ সুদূরের বেনামী পথের নিশানা নেছে সে চিনে,

ব্যর্থ ব্যথিত প্রান্তর তার চরণচিহ্ন বিনে!

যুগযুগান্ত কত কান্তার তার পানে আছে চেয়ে,

কবে সে আসিবে ঊষর ধূসর বালুকা-পথটি বেয়ে

তারই প্রতীক্ষা মেগে ব'সে আছে ব্যাকুল বিজন মরু!

দিকে দিকে কত নদী-নির্ঝর কত গিরিচূড়া-তরু

ঐ বাঞ্ছিত বন্ধুর তরে আসন রেখেছে পেতে

কালো মৃত্তিকা ঝরা কুসুমের বন্দনা-মালা গেঁথে

ছড়ায়ে পড়িছে দিগ্‌দিগন্তে ক্ষ্যাপা পথিকের লাগি!

বাবলা বনের মৃদুল গন্ধে বন্ধুর দেখা মাগি

লুটায়ে রয়েছে কোথা সীমান্তে শর উষার শ্বাস!

ঘুঘু-হরিয়াল-ডাহুক-শালিখ-গাঙচিল-বুনোহাঁস

নিবিড় কাননে তটিনীর কূলে ডেকে যায় ফিরে ফিরে

বহু পুরাতন পরিচিত সেই সঙ্গী আসিল কি রে!

তারই লাগি ভায় ইন্দ্রধনুক নিবিড় মেঘের কূলে,

তারই লাগি আসে জোনাকি নামিয়া গিরিকন্দরমূলে।

ঝিনুক-নুড়ির অঞ্জলি ল'য়ে কলরব ক'রে ছুটে

নাচিয়া আসিছে অগাধ সিন্ধু তারই দুটি করপুটে।

তারই লাগি কোথা বালুপথে দেখা দেয় হীরকের কোণা,

তাহারই লাগিয়া উজানী নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা!

চকিতে পরশপাথর কুড়ায়ে বালকের মতো হেসে

ছুড়ে ফেলে দেয় উদাসী বেদিয়া কোন্ সে নিরুদ্দেশে!

যত্ন করিয়া পালক কুড়ায়, কানে গোঁজে বনফুল,

চাহে না রতন-মণিমঞ্জুষা হীরে-মাণিকের দুল,

-তার চেয়ে ভালো অমল উষার কনক-রোদের সীঁথি,

তার চেয়ে ভালো আলো-ঝল্মল্ শীতল শিশিরবীথি,

তার চেয়ে ভালো সুদূর গিরির গোধূলি-রঙিন জটা,

তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা!

কী ভাষা বলে সে, কী বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে!

মনে হয় যেন তারই তরে তবু দুটি কান পেতে রহে

আকাশ-বাতাস-আলোক-আঁধার মৌন স্বপ্নভরে,

মনে হয় যেন নিখিল বিশ্ব কোল পেতে তার তরে!

অস্তচাঁদে

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, -ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী!

-অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালো নদী-ঢেউয়ের কলসী,

নিঝ্ঝুম বিছানার পরে

মেঘবৌ'র খোঁপাখসা জোছনাফুল চুপে চুপে ঝরে,-

চেয়ে থাকি চোখ তুলে'-যেন মোর পলাতকা প্রিয়া

মেঘের ঘোমটা তুলে' প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া!

সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে' ফিরে' ফিরে'

মাঠে ঘাটে একা একা, -বুনোহাঁস-জোনাকির ভিড়ে!

দুশ্চর দেউলে কোন্-কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,

দূর উর-ব্যাবিলোন-মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,

কোথা পিরামিড তলে, ঈসিসের বেদিকার মূলে,

কেউটের মতো নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,

কোন্ মনভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর মনে

আমারে দেখেছে জোছনা-চোর চোখে-অলস নয়নে!

আমারে দেখেছে সে যে আসরীয় সম্রাটের বেশে

প্রাসাদ-অলিন্দে যবে মহিমায় দাঁড়ায়েছি এসে-

হাতে তার হাত, পায়ে হাতিয়ার রাখি

কুমারীর পানে আমি তুলিয়াছি আনন্দের আরক্তিম আঁখি!

ভোরগেলাসের সুরা-তহুরা, ক'রেছি মোরা চুপে চুপে পান,

চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান!

পেয়ালায়-পায়েলায় সেই নিশি হয় নি উতলা,

নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!

নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে পুরে, ঘুমের রাজবধূ-

চুরি করে পিয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!

সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া

কৃষ্ণাতিথি-চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া

লভেছিনু উল্লাস-উতরোল!-আজ পড়ে মনে

সাধ-বিষাদের খেদ কত জন্মজন্মান্তের, রাতের নির্জনে!

আমি ছিনু 'ক্রবেদুর' কোন্ দূর 'প্রভেন্স্'-প্রান্তরে!

-দেউলিয়া পায়দল্-অগোচর মনচোর-মানিনীর তরে

সারেঙের সুর মোর এমনি উদাস রাত্রে উঠিত ঝঙ্কারি!

আঙুরতলায় ঘেরা ঘুমঘোর ঘরখানা ছাড়ি

ঘুঘুর পাখনা মেলি মোর পানে আসিল পিয়ারা;

মেঘের ময়ূরপাখে জেগেছিল এলোমেলো তারা!

-'অলিভ' পাতার ফাঁকে চুন চোখে চেয়েছিল চাঁদ,

মিলননিশার শেষে-বৃশ্চিক, গোক্ষুরাফণা, বিষের বিস্বাদ!

স্পেইনের 'সিয়েরা'য় ছিনু আমি দস্যু-অশ্বারোহী-

নির্মম-কৃতান্ত-কাল-তবু কী যে কাতর, বিরহী!

কোন্ রাজনন্দিনীর ঠোঁটে আমি এঁকেছিনু বর্বর চুম্বন!

অন্দরে পশিয়াছিনু অবেলার ঝড়ের মতন!

তখন রতনশেজে গিয়েছিল নিভে মধুরাতি,

নীল জানালার পাশে-ভাঙা হাটে-চাঁদের বেসাতি।

চুপে চুপে মুখে কার পড়েছিনু ঝুঁকে!

ব্যাধের মতন আমি টেনেছিনু বুকে

কোন্ ভীরু কপোতীর উড়ু-উড়ু ডানা!

-কালো মেঘে কেঁদেছিল অস্তচাঁদ-আলোর মোহানা!

বাংলার মাঠে ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা,

গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা!

'ফুলটি ফুটিলে চাঁদিনী উঠিলে' এমনই রূপালি রাতে

কদমতলায় দাঁড়াতাম গিয়ে বাঁশের বাঁশিটি হাতে!

অপরাজিতার ঝাড়ে- নদীপারে কিশোরী লুকায়ে বুঝি!-

মদনমোহন নয়ন আমার পেয়েছিল তারে খুঁজি!

তারই লাগি বেঁধেছিনু বাঁকা চুলে ময়ূরপাখার চূড়া,

তাহারই লাগিয়া শুঁড়ি সেজেছিনু-ঢেলে দিয়েছিনু সুরা!

তাহারই নধর অধর নিঙাড়ি উথলিল বুকে মধু,

জোনাকির সাথে ভেসে শেষরাতে দাঁড়াতাম দোরে বঁধু!

মনে পড়ে কি তা!-চাঁদ জানে যাহা, জানে যা কৃষ্ণাতিথির শশী,

বুকের আগুনে খুন চড়ে-মুখ চুন হয়ে যায় একেলা বসি!

স্মৃতি

থমথমে রাত, আমার পাশে বসল অতিথি-

বললে, আমি অতীত ক্ষুধা-তোমার অতীত স্মৃতি!

-যে দিনগুলো সাঙ্গ হল ঝড়বাদলের জলে,

শুষে গেল মেরুর হিমে, মরুর অনলে,

ছায়ার মতো মিশেছিলাম আমি তাদের সনে;

তারা কোথায়?-বন্দি স্মৃতিই কাঁদছে তোমার মনে!

কাঁদছে তোমার মনের খাকে, চাপা ছাইয়ের তলে,

কাঁদছে তোমার স্যাঁৎসঁতে শ্বাস-ভিজা চোখের জলে,

কাঁদছে তোমার মূক মমতার রিক্ত পাথার ব্যেপে,

তোমার বুকের খাড়ার কোপে, খুনের বিষে ক্ষেপে!

আজকে রাতে কোন্ সে সুদূর ডাক দিয়েছে তারে,-

থাকবে না সে ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউলদ্বারে!

মুক্তি আমি দিলেম তারে-উল্লাসেতে দুলে

স্মৃতি আমার পালিয়ে গেল বুকের কপাট খুলে

নবালোকে-নবীন উষার নহবতের মাঝে।

ঘুমিয়েছিলাম, দোরে আমার কার করাঘাত বাজে!

-আবার আমায় ডাকলে কেন স্বপনঘোরের থেকে!

অই লোকালোক-শৈলচূড়ায় চরণখানা রেখে

রয়েছিলাম মেঘের রাঙা মুখের পানে চেয়ে,

কোথার থেকে এলে তুমি হিম সরণি বেয়ে!

ঝিম্‌ঝিমে চোখ, জটা তোমার ভাসছে হাওয়ার ঝড়ে,

শ্মশানশিঙা বাজল তোমার প্রেতের গলার স্বরে!

আমার চোখের তারার সনে তোমার আঁখির তারা

মিলে গেল, তোমার মাঝে আবার হলেম হারা!

-হারিয়ে গেলাম ত্রিশূলমূলে, শিবের দেউলদ্বারে;

কাঁদছে স্মৃতি-কে দেবে গো-মুক্তি দেবে তারে!